যুগান্তর

তারিখ ১৩ জানু ২০১৩
২০ পাতা ৫

মাউশির ডিজির পদটি পেতে লবিং-তদবির এখন তুঙ্গে

অধ্যাপক নোমানকে রাখার প্রস্তাব নাকচ

মুশতাক আহমদ

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক (ডিজি) পদ নিয়ে লবিং-তদবির এখন তুঙ্গে। ১ জানুয়ারি এ পদটি শূন্য হয়। কিন্তু তারও আগে অন্তত এক সপ্তাহের বেশি দিন ধরে পদপ্রত্যাশীদের মধ্যে এ নিয়ে লবিং-তদবির শুরু হয়। সংশ্লিষ্টরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দৌড়ঝাঁপ করতে থাকেন।

সূত্রগুলো জানিয়েছে, সবকিছুকে উপেক্ষা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিদায়ী মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান-উর-রশীদকে তৃতীয়বারের মতো চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়। তবে বুধবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সেই প্রস্তাবনা নাকচ করে নতুন প্রস্তাবনা পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়।

মর্যাদা এবং প্রবেশ আয়- দু দিক থেকেই মাউশি মহাপরিচালকের পদটি লোভনীয়। মর্যাদার বিবেচনায় এ পদটি শিক্ষা ক্যাডারের সর্বোচ্চ এবং অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার। সুযোগ-সুবিধার দিক থেকেও পদটি খুবই আকর্ষণীয়। এ কারণে প্রত্যাশীরা এ পদে আসীন হতে নানাভাবে চেষ্টা করে থাকেন। মাউশি সারাদেশের প্রাথমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ের শিক্ষক-কর্মচারী ছাড়া বাকি অন্তত ৭ লাখ জনবলের আশ্রয়স্থলও ঠিকানা।

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের সাড়ে ১৪ হাজার কর্মকর্তার পদায়ন-বদলি, পদোন্নতি, টাইম স্কেল, ছুটি, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা বোর্ডসহ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে প্রেষণে নিয়োগসহ সব ধরনের কাজ নিয়ন্ত্রিত হয় মাউশি থেকে। এর বাইরে সারাদেশের প্রা... ৩০ হাজার বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগ, এমপিওভুক্তি, টাইম স্কেলসহ

তুঙ্গে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম

তুঙ্গে : লবিং-তদবির

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সবকিছু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এ কার্যালয়ের। সূত্র জানায়, এতবিপুল সংখ্যক কাজ আর বিপুল শিক্ষকের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে সংস্থাটিতে একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে নুরুল ইসলাম নাহিদ দায়িত্বগ্রহণের পর শিক্ষকরা আশায় বুক বেঁধেছিলেন। কিন্তু দুর্নীতির দায়ে মামলার আসামি হওয়া অধ্যাপক নোমান-উর-রশীদকে মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দেয়ার পর সবুজের আশায় গুড়েবালি পড়ে। তার নেতৃত্বে সেখানে একটি সিন্ডিকেট গড়ে ওঠে। উপ-পরিচালক মইনুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক আবুল বাশার, মাহবুবর্ধন, হাফিজুর রহমান, জসিমউদ্দিন, সৈয়দ জাফর আলী, আবদুল কুদ্দুস প্রমুখের সমন্বয়ে তিনি একটি বলয় তৈরি করেন।

অভিযোগ রয়েছে, প্রকাশ্য ঘুষকে বন্ধ করে তিনি তা 'চ্যানেলাইজ' করেন। একজন কর্মচারীকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া হয়। নিচ থেকে উপরে বিভিন্ন স্তরে বণ্টন করা ঘুষের অর্থ সময়মতো পৌঁছে যেত নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে। এর বাইরে কর্মকর্তাদের তেল দেয়া নিয়েও এক ধরনের 'টেন্ডারের' অভিযোগ রয়েছে। কর্মকর্তারা পয়সা দিয়ে 'দাবি' ডেকে দায়িত্ব নিতেন। সর্বশেষ প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিওসহ আর্থিক সুবিধার ব্যাপারেও ঘুষ বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে।

ঘনিষ্ঠ একাধিক সূত্র জানায়, ওই পদটি প্রত্যাশা করেন অনেকেই। মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশীদ ছাড়াও বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, মাউশির পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ড. সিরাজুল হক, সাবেক পরিচালক ও ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক দীপক কুমার নাগ, মাউশির পরিচালক (প্রশিক্ষণ) অধ্যাপক আনজিদা বেগম, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আয়েশা বেগম এবং তিতুমীর কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক দিলারা হাফিজ। এদের মধ্যে অধ্যাপক নোমান উর রশীদের প্রস্তাব নাকচ হয়েছে। অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন আইন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলামের আপন বোন ছাড়াও তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক এপিএস ড আ ব উবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী এমপির সহধর্মিণী। তবে এরচেয়েও বড় বিষয় হচ্ছে, সরকারি কলেজের শিক্ষকরা একদশকেরও বেশি দিন তাকে সুখে-দুঃখে পাশে পেয়েছেন। জোট সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দুঃসময়ে তিনি আওয়ামী লীগের প্যানেল থেকে বিসিএস শিক্ষা সমিতির নির্বাচনে জয়লাভ করেন। অধ্যাপক দীপক কুমার নাগের আগে মাউশির পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) এবং ফিরোজপুর ওকনসাস সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ডেপুটি স্পিকার কর্নেল (অব.) শওকত আলীর ঘনিষ্ঠজন। ফরিদপুর অঞ্চলের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী-এমপির আশীর্বাদ রয়েছে তার ওপরে। তবে এরচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, তিনি মাউশিতে ঘুষ বাণিজ্যের প্রতিবাদ করায় বিদায়ী মহাপরিচালক ও শিক্ষামন্ত্রীর এপিএসের রোষানলে পড়ে পদচ্যুত হন। অধ্যাপক আনজিদা বেগম কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীর ননদ এবং সংবাদের প্রয়াত সম্পাদক বজলুর রহমানের বোন। অধ্যাপক ড. সিরাজুল হক ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন এবং তিনি মুক্তিযোদ্ধা। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ আয়েশা বেগম পূর্ত ও গণপূর্ত সচিব খোন্দকার শওকত হোসেনের সহধর্মিণী। তিতুমীর কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক দিলারা হাফিজ বিশিষ্ট কবি রফিক আজাদের স্ত্রী। সংশ্লিষ্টরা জানান, এখন দেখার বিষয় সরকার কাকে নিয়োগ দেয়। মহাপরিচালক পদে কাকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে বা কবে নাগাদ শূন্যপদ পূরণ হবে— এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানান, একটি প্রস্তাবনা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। সেটি ফিরলে বোঝা যাবে কে দায়িত্ব পাচ্ছেন। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের বলেন, এটি সম্পূর্ণ প্রধানমন্ত্রীর এখতিয়ার।